চিত্ত-রঞ্জিকা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত

ও প্রকাশিত

" And as imagination bodies forth
The forms of things unknown; the poet's pen
Turns them to shapes and gives to airy nothing
A local habitation and a name."—SHAKSPEARE.

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক
ষ্টান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৯২৩।

শুদ্ধিপত্র।



পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন
৫	১৪	পশিলে	পশিল
৫	৬	জ্বরা	জরা
৭	৪	Fired Nature's &c.	Tired Nature's &c.
৩১	৩	তরু'পরে	তরুপরে
৩৩	৯	স্বভাবের শোভা দেখ —দেখিতে গগন,	স্বভাবের শোভা দেখ দেখিতে গগন, —The clouds
৩৫	৯	From many &c.	From many &c.
৬০	১৫	I care not. Fortune &c.	I care not Fortune &c.



চিত্ত-রঞ্জিকা।

"There is a pleasure in poetic pains
Which only poets know."—COWPER.

সমাগত গ্রীষ্মকাল; তপন-কিরণ-জাল,
প্রখর হইল দিন দিন ;
গ্রীষ্ম-রাজ্য বর্ণিবারে, মন কহিছে আমারে,
না বুঝিয়া নিজ শক্তি দীন।
মনেরি কি দোষ দিব, বুঝিতে আপন শিব,
হইবে সে কেমনে সক্ষম ;
কাব্যমধু পান লোভে, মনোমক্ষি গিয়া ডোবে,
না ভাবিয়া কি হবে চরম।
নিজ করে কাব্যহার, গাঁথি পিব সুধা তার,
এ দুরাশা কেন হলো মনে ;
সুধাময় পূর্ণ চাঁদে, পেতে করে শিশু কাঁদে,
সে ঘটনা ঘটিল এজনে।
গ্রীষ্মের প্রভাত কাল, মধ্যাহ্ন অতি ভয়াল,
অপরাহ্ন অতি সুখকর ;

রচিবারে ইচ্ছা করি, হেন শক্তি কিবা ধরি,
তৃপ্ত করি উৎসুক অন্তর।
ক্রমে সন্ধ্যাকাল রাতি, চন্দ্রমা নক্ষত্র ভাতি,
বরণিব করিয়া যতন ;
বুদ্ধিতে না হবে যাহা, যতনে লভিব তাহা,
বীণাপাণি করি আরাধন।
বুদ্ধিরূপ পোতে চড়ি, গুণাকর আদি করি,
পারাবার পার কাব্যোদ্যানে ;
যাইয়া কুসুম তুলি, দিয়া পদ ফুল গুলি
গাঁথি হার সুজনে প্রদানে।
সেই কাব্যরূপ হার, ভুবন সৌরভে যার,
অদ্যাপিও পূর্ণ রহিয়াছে ;
তুষিছে মানব-মন, সার্থক করে জীবন.
কোন্ দ্রব্য সম তার কাছে ?
মম বুদ্ধি ভগ্ন-তরী, তাহে আরোহণ করি,
যেতে চাই সেই কাব্যোদ্যানে ;
উত্তাল তরঙ্গোপরি, বুদ্ধিরূপ ভগ্ন-তরী,
চূর্ণ হবে না ভাবিনু মনে।
গাঁথিবারে কাব্যহার, বাসনা-শিখা আমার,
অন্তরে জ্বলিছে নিরন্তর ;
যে যাহারে ভাল বাসে, প্রাণ দেয় তার আশে,
পতঙ্গের শিখায় কি ডর ?

"Now Morn, her rosy steps in the eastern clime
Advancing, sow'd the earth with orient pearl."—MILTON.

উষাদেবী আসি, মৃদু মৃদু হাসি
পূর্ব্ব দিক্ করে আলো;
চারু সুশোভন, ধরিল গগন
বিস্তারি লোহিত জাল।
লোহিত বরণ, লোহিত বসন,
কেশপাশে সুখতারা;
রমণী রতন, কবরী ভূষণ,
পরিলে যেমন ধারা।
ধীরে ধীরে আসি, উষাসতী হাসি,
কহিছে আমায় ধীরে,
'উঠ উঠ ত্বরা, আইস আমরা,
ভাসিগে আমোদ-নীরে।'
শুনি সেই স্বর, প্রফুল্ল অন্তর,
তখনি ভাঙ্গিল ঘুম,
উষাসতী সনে, চলিনু নির্জ্জনে,
দেখিতে আনন্দ ধূম।
নিশিতে আঁধারে, রুদ্ধ কারাগারে,
পাখিগণ ছিল যত,
নিরখি উষারে, সম্ভাষে উহারে,
হরষেতে পক্ষী শত।

যত পক্ষিগণে একতান মনে,
আরব্ধ করিল গান,
কি মধুর স্বর, জুড়ায় অন্তর,
শীতল সন্তপ্ত প্রাণ।
শুনি এ সংগীত, বীণা পরাজিত,
হইবে সন্দেহ কিবা;
বাঁশী কোন্ ছার, উপমা কি তার,
ইহার সনেতে দিবা?
ইচ্ছা হয় মনে, বসিয়া কাননে,
শ্রবণ সদা জুড়াই;
চাহি তরু পানে, তৃপ্ত করি প্রাণে,
প্রকৃতির গুণ গাই।
প্রকৃতি সুন্দরী, ঘুমে বিভাবরী
কাটায়ে এই জাগিল;
অবসাদে হাই, তুলে ধনী তাই,
সমীর মৃদু বহিল।
সঞ্চরিলে গায়, শরীর জুড়ায়,
মন হয় বিমোহিত;
পাতায় পাতায়, বাতাস লাগায়,
কিবা স্বর সমুত্থিত!
কর্ণ আছে যার, যদি এ সবার,
না শুনে প্রভাতে গান,

বধির নিতান্ত, নীরস একান্ত,
সেই নাহি তাহে আন।
খদ্যোত সকল, ক্রমেতে বিরল
হইল না যায় দেখা;
মনোদুখে তারা, নিজ জ্যোতিঃহারা,
হইয়া বিষাদে মাখা।
বোধ হয় মনে, যেন তরুগণে,
পরিহরি নিজ ভূষা;
করিয়া যতন, তুলি সে রতন,
রাখিল হেরিয়া উষা।
বাতুলিকা যত, হয়ে বুদ্ধিহত,
যামিনীর অদর্শনে;
ঊর্দ্ধ পদ করি, মহীরুহোপরি,
পশিলে বিষণ্ন মনে;
যেন বোধ হয়, যত তরুময়
ফল ফলি রহিয়াছে;
দেখিতে সুন্দর, জুড়ায় অন্তর,
শোভায় শোভিত আছে।
ক্রমে গেল ভোর, ক্রমে গেল ঘোর,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে বন;
আলো ক্রমে আসি, আঁধারে বিনাশি.
প্রকাশিল এ ভুবন।

"Glorious Orb! the idol
Of early nature, and the vigorous race
Of undiseased mankind."—MANFRED.

আহা কিবা শোভা, অতি মনোলোভা,
ধরিল স্বভাব নব;
তপন গগনে, লোহিত বরণে,
উদিত সেবিতে ভব।
লোহিত বরণ, লোহিত বসন,
লোহিত ভূষণ পরা;
কিবা তনু খানি, মনে হেন মানি,
হীরা কারু করি করা।
হেরি হেন রূপ, সুধাংশু বিরূপ
হইল দেখ না চেয়ে,
রাখিবারে মান, মুখ করি ম্লান,
পলাইছে লজ্জা পেয়ে।
অস্ত নিশাকর, নক্ষত্র নিকর
দেখি, সুখ পরিহরি,
মন দুঃখে হায়, গগনে লুকায়,
নীলিমা বরণ ধরি।
লোহিত গগন, লোহিত ভুবন,
লোহিত পাদপ-শিরে;

প্রকৃতি সুন্দরী, রক্ত বাস পরি,
মগন আনন্দ নীরে।
পাদ্মিনী সুন্দরী, কান্তি পরিহরি,
বিষণ্ণ আছিল অতি,
হেরিয়ে তপনে, নবীন যৌবনে,
দেখায় প্রফুল্লমতী।
হেরি দিবাকর, রূপ মনোহর,
আর কি রহিতে পারে,
হইতে গগন, করে আলিঙ্গন,
কর প্রসারি তাহারে।
নিরমল জল, তাহে শতদল,
বিকসিত শত শত;
মনে জ্ঞান হয়, শত চন্দ্রোদয়;
কি শোভা তা কব কত!
সরোরুহোপরে, বসি অলিবরে,
কি শোভা উদয় তারি,
মনে জ্ঞান হেন, চক্ষুতারা যেন,
দর্শকের নিল কাড়ি।
সরোবর জলে, মহা কুতূহলে,
হংস হংসী করে কেলি,
দিতেছে সাঁতার, কিবা শোভা তার,
সকলে একত্রে মেলি।

তীরস্থিত তরু, তারি শাখা সরু,
সমীরে ধীরে কাঁপিছে,
প্রতিবিম্ব তারি, করাঙ্গুলি নাড়ি,
বিদ্রূপ যেন করিছে।
কিম্বা বোধ হয়, বুঝি জলাশয়,
অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি,
ডাকিছে মানবে, মাতিয়া উৎসবে,
কিবা চারু ছবি ধরি।
"এস নরগণ, করিয়া যতন,
প্রকৃতি সতীর ছবি,
করহ চিত্রিত, যখন শোভিত,
গগনে লোহিত রবি।
সেই ছবি খানি, রহিছে যেখানি,
পশিয়া আমার বুকে ;
অমূল্য রতন, করিবে গ্রহণ,
ভাসিবে নয়ন সুখে।"
পুষ্প বিকসিত, যৌবনে গর্ব্বিত,
শোভিত হয়ে বরণে ;
কান্ত আনিবারে, সুরভি প্রিয়ারে
প্রেরে অতি প্রীত মনে।
সুরভি সুন্দরী, বায়ুযান চড়ি,
জন মন মোহি চলে ;

হেতা মধুকর, প্রফুল্ল অন্তর,
শূন্যে ধায় কুতূহলে।
গুন গুন স্বরে, পশে পুষ্পোপরে,
মধুকর মধু পীতে;
সে স্বর শ্রবণ, করি কোন্ জন,
মোহিত নহিবে চিতে?
পেচক কোটরে, বিষণ্ণ অন্তরে,
বিদ্রূপিছে দিনমণি;
দুর্ব্বল যেমন; করে আস্ফালন,
বীরজনে পিছে গণি।
পাখী করি রব, দল বাঁধি সব,
উড়ি যায় কি বাহার;
গগনের গায়, যেন শোভা পায়,
গাঁথা সুচিক্কণ হার।
যেন ঘন পাশে, সৌদামিনী হাসে,
নিরখি আঁখি জুড়ায়;
ইচ্ছা হয় মনে, নিমেষ নয়নে,
হেরি সেই চারুতায়।
শুনি পক্ষিরব, জাগিল মানব,
আর দিবাচর যত;
নিদ্রা দিনমণি, নিরখি অমনি
করি মাথা অবনত,

আঁধার যেখানে, পলায় সেখানে,
আলোতে বিপদ অতি ;
চুরি করি চোর, ভাঙ্গিতে না ঘোর,
পলায় সে দ্রুতগতি ।
নিদ্রা জ্ঞান-চোর, করি সেই জোর,
চুরি করে জ্ঞান ধনে,
যে সম্বল বলে, মানব সকলে,
প্রভুত্ব করে ভুবনে ।
শয্যা ত্যজি সব, উঠিল মানব,
পুলকে অন্তর ভরা,
আপন আপন, কার্য্যেতে গমন,
করিছে করিয়া ত্বরা ।
বালক সকল, করে কোলাহল,
কেহ হাসে কেহ নাচে ;
কেহ করে খেলা, কেহ ছুড়ে ডেলা,
কেহ ছুটে কার পাছে ।
যত পান্থগণ, হরষিত মন,
উঠে নিজ শয্যা হতে ;
স্বকার্য্য সাধিতে, চলিছে ত্বরিতে,
কিবা শোভা পায় পথে ।
ব্যবসায়িগণ, লাভেরি কারণ,
বোঝা মাথে যায় হাটে ;

লইয়া গোপাল, চলিছে রাখাল,
গোচারণ জন্য মাঠে।
কৃষক সকল, কাঁধে ফেলি হল,
চসিতে চলিছে মাঠে ;
বলদ সকল, চাসার সম্বল,
বোঝা সহ যায় হাটে।
গ্রীষ্মের কারণ, আকুলিত মন,
আছিল সমস্ত রাতি ;
সেবি, সুশীতল, বায়ু নিরমল,
হেরি তরু নানা জাতি ;
শুনি পক্ষি-গান, প্রকৃতি বয়ান,
দেখিয়া হাস্য সহিত ;
দুঃখ হলো দূর, আনন্দ প্রচুর,
মনাকাশে উপস্থিত।
যেই গ্রীষ্মকালে, উঠিয়া সকালে,
না হেরিল উষাসতী ;
গ্রীষ্ম উষাকালে, যে জন বিরলে,
না হেরিল বসুমতী ;
হসিত বদনে শোভিত কিরণে,
(তরুণ অরুণ ভাতি);
সুচারু মল্লিকা, সুগন্ধ যূথিকা,
আর লতা নানা জাতি ;

সহকার শাখী, তারি ফল পাকি,
রহিছে ঘেরিয়া শাখা,
কি চারু বরণ, জুড়ায় নয়ন,
শ্যামলে কাঞ্চন দেখা;
সহিত এসব, প্রকৃতি উৎসব,
না হেরিল যে সকালে,
বৃথা জন্ম তার, সুধু দুঃখ ভার,
বহন তাহার ভালে।
মন-দ্বার খুলি, দারাসুত ভুলি,
অর্থ চিন্তা পরিহরি,
নদীতটে বসি, কিম্বা মাঠে পশি,
কিম্বা ক্ষুদ্র গিরি'পরি,
প্রভাত সময়, ইচ্ছুক যে হয়,
দেখিতে রবি উদয়;
প্রকৃতি বদন, জিনিয়া কাঞ্চন,
মোহন মূরতিময়,
সহৃদয় বলি, তাহারি কেবলি,
প্রশংসা করিতে পারি;
নতুবা যেজন, অর্থ তরে মন,
বেচিল—তাহারে ধারি।

A mighty mass of brick and smoke and shipping.—BYRON.

'Tis liberty alone that gives the flower
Of fleeting life its lustre and perfume;
And we are weeds without it.—COWPER.

নয়টা বাজিল আফিসে চলিল,
যত কর্ম্মচারিগণ;
কেহ চলি যায়, কেহ বা নৌকায়,
শকটে কার গমন।
নৌকাযানে যারা, যায় কিবা তারা,
অনুপম সুখ পায়;
নিরমল বায়, বহিছে তথায়,
লাগিলে জুড়ায় কায়।
কল কল স্বরে, স্রোতস্বতী সরে,
শুনিয়া তৃপ্ত শ্রবণ,
তরী শত শত, চলে অবিরত,
হেরিয়া তৃপ্ত নয়ন।
মাজি ঝিকি মারে, ডাঁড়ি ফেলে ডাঁড়ে,
শুনিতে মধুর শব্দ;
কর্ণ আছে যার, শুনিয়া তাহার,
হয় না কি মন স্তব্ধ?

এ হেন সময়, কিবা শোভাময়,
হয় ধল কলিকাতা ;
দেখি তুষ্ট মন, দ্রব্য সুচিক্কণ,
বিরাজিত লক্ষ্মীমাতা।
উচ্চ মাথা করি, গির্জ্জা রূপ ধরি,
কাল দশ বাজাইল ;
শত শত গাড়ি শব্দ ঘর ঘরি
করিয়া পথে চলিল।
ছাইল ধূলায়, চলা নাহি যায়,
নির্ম্মল নভোমণ্ডল ;
নাহি চলে দৃষ্টি, কুজ্ঝটিকা বৃষ্টি,
যেন করে ভূমণ্ডল।
ঘোটকের রব, লোক কলরব,
গাড়ির ঘর্ঘর শব্দ ;
দূরেতে যেমন, বহিছে পবন,
শুনি হয় মন স্তব্ধ।
যত কর্ম্মচারী, চলে তাড়াতাড়ি,
মস্তকে পাগ্‌ড়ি পরা,
চাঁপকান গায়, ইষ্টাকিন পায়,
বুট বার্‌নিস করা ;
চলে দ্রুতগতি, মনে ভীত অতি,
যেতে গৌণ পাছে হয় ;

মনিব ভং সিবে, বেতন কাটিবে,
মনে শঙ্কা অতিশয়।
কষ্ট বটে তার, বিদেশে যাহার,
চিরকাল বাস করা;
কষ্ট বটে তার, শরীর যাহার,
রোগ শোকে হয় জ্বরা।
কষ্ট বটে তার, রমণী যাহার,
অপ্রিয়-বাদিনী হয়;
কষ্ট বটে তার, তনয় যাহার,
গুরু জন বাধ্য নয়।
কষ্ট বটে তার, প্রতিবেশী যার,
হয় কাণ্ডজ্ঞান শূন্য;
কষ্ট বটে তার, সদাই যাহার,
রহে মন অতি ক্ষুণ্ণ।
কষ্ট বটে তার, অন্তর যাহার,
দহে অন্যের সম্পদে;
কষ্ট বটে তার, ধৈরজ যাহার,
না রহে ঘোর বিপদে।
চাকুরে যে জন, তাহার যেমন,
কষ্ট হয় এ সংসারে,
সে কষ্টের কাছে, আর কিবা আছে
কষ্ট মনুষ্য মাঝারে?

পরাধীন জন, এই যে ভুবন,
মরু সম জ্ঞান করে ;
দিন যে তাহারি, হয়ে দণ্ডধারী,
প্রহারে তাহার করে ।
সামান্য আলয়, সদা যেই রয়,
সে যদি স্বাধীন হয়,
তাহারি যে সুখ, সে সুখে বিমুখ,
অধীন জন নিশ্চয় ।
থাকে যদি তারি, অট্টালিকা বাড়ি,
পাল্কি, গাড়ি, লোকবল ;
তাহারি যে সুখ, সুখে ঢাকা দুখ,
যেমন মাখাল ফল
বাহির সুন্দর, লাল মনোহর,
নয়ন তৃপ্ত হেরিলে ;
কালিমা অন্তর, সুখের অন্তর,
অন্তরে তাহা ভাবিলে ।
ওমা স্বাধীনতা ! বাস কর যথা,
(মা বলি আমি কেমনে ;
তব পুত্র নই, অধীনতা বই,
মরণ সম জীবনে ;)
ওগো স্বাধীনতা ! বাস কর যথা,
দেশ সমুজ্জ্বল কর ;

সুখের আবাস, নাহি কোন ত্রাস,
সর্ব্ব দুঃখ পরিহর।
ওগো স্বাধীনতা! বীর-জন-মাতা,
তব যে মহিমা কত;
হইয়া অধীন, কেমনে এ দীন,
বর্ণিতে হইবে রত।
বিদ্যা-প্রসবিনী, জ্ঞান-প্রদায়িনী,
সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি-কারিণী,
সন্তোষ-দায়িনী, আশঙ্কা-নাশিনী,
বাণিজ্য-শিল্প-রক্ষিণী।
বিদ্যারসায়ন, ভূ-ভাগ বর্ণন,
সকল-শাস্ত্র-জননী;
তব পুত্রগণ, গৌরব কারণ,
উজ্জ্বল করে ধরণী।
মনুষ্যত্ব যারে, বলে এ সংসারে,
আছে তা সুতে তোমার;
যে রাজ্য অধীন, তারি পুত্র দীন,
বুঝিবে সে কি প্রকার?
আবৃত তুষারে, আবৃত নীহারে,
যদি কোন রাজ্য হয়;
অর্থ সে বিপুল, ঐশ্বর্য্য অতুল,
যদি সেথা নাহি রয়;

ছয় মাস রাতি, বিতরে না ভাতি
দিবাকর ছয় মাস ;
নাহিক সুখাদ্য, মৃগ উৎপাদ্য,
ভিন্ন দুগ্ধ আর মাস ;
যদি স্বাধীনতা, বাস করে তথা,
এ দুঃখ বিষম নয় ;
তাহারি যে সুখ, সে সুখে বিমুখ,
অধীন জন নিশ্চয়।

২

গোলে একাকার যতেক বাজার,
জনাকীর্ণ হলো জনে ;
দোকানিরা যত, দ্রব্য কত শত,
বেচিছে প্রফুল্ল মনে।
দ্রব্য নানা জাতি, অনুপম ভাতি,
দেখিয়া আঁখি জুড়ায় ;
ইচ্ছা হয় মনে, নিরখি নয়নে,
দাঁড়ায়ে সে চারুতায়।
কত প্রবঞ্চক, কত শত ঠক,
বেড়াইছে গলি গলি ;
সুযোগ পাইলে, ঠকে ঠকে মিলে,
ঠকায় সে মিঠে বলি।

পল্লিগ্রামবাসী, লোক যবে আসি,
বাজারে প্রবেশ করে,
মার্জ্জার যেমন, মূষিকে দর্শন,
করিয়া তাহারে ধরে ;
ঠক সেই মত, হেন লোক কত,
ফেলে প্রবঞ্চনা ফাঁদে ;
অবশেষে তারা, হয়ে বুদ্ধি-হারা,
করে মাথা দিয়া কাঁদে।
বিদ্যালয়ে যত, ছাত্র শত শত,
যাইছে করিয়া ত্বরা ;
পাছে গৌণ হয়, গুরু মন্দ কয়,
আশঙ্কা অধরে ধরা।

All conquering Heat, O intermit thy wrath !—THOMSON.

হলো দু প্রহর, মস্তক উপর,
অই এলো দিবাকর ;
তপন ভীষণ, করে বরিষণ,
প্রচণ্ড রৌদ্র প্রখর।
সব রৌদ্রময়, দেখি হয় ভয়,
ঝলসে কোমল আঁখি ;

সাধ্য আছে কার, বাহির হবার,
সাধ্য কি যে শূন্যে দেখি।
যত বাতায়ন, দেখ লোকগণ,
বন্ধ করে হয়ে ভীত;
বোধ হয় হেন, গৃহ ভয়ে যেন,
করিল মুখ কুঞ্চিত।
প্রাণ ওষ্ঠাগত, স্বেদ অবিরত,
ঝরিছে সর্ব্ব শরীরে;
বোধ হয় হেন, দেহ ক্লেশে যেন,
ভাসিছে নয়ন-নীরে।
স্থির নহে মন, সলিলে যেমন,
নিক্ষেপ করিলে ঢিল;
পাখা ধরি করে, ক্লান্ত করে করে,
সুখ নাহি এক তিল।
বিষম তৃষ্ণায়, প্রাণ বাহিরায়,
ইচ্ছা হয় এই মনে,
অতি সুশীতল, জল সুনির্ম্মল,
করি পান প্রতিক্ষণে।
পূরিলে বাসনা, জীবন কামনা,
তারি কিছুক্ষণ পরে;
আই ঢাই প্রাণ, বারি নাহি দান,
সুস্থিরতা দেহে করে।

যত পাখী সব, হইয়া নীরব,
পশিল শাখায় ঘন ;
বায়স বায়সী, শাখী'পরে বসি,
করিয়া চঞ্চু ব্যাদন।
যেন বোধ হয়, পাইয়াছে ভয়,
হেরিয়া অদ্ভুত অতি ;
বুঝিতে না পারে, তারা কি প্রকারে,
পাইবে ইহাতে গতি।
যত পান্থগণ, পথ পর্য্যটন,
করিয়া বিষম ক্লান্ত ;
ছায়া সুশীতল, নীর নিরমল,
পাইতে ইচ্ছা একান্ত ;
তরু-তলে আসি, পথ-ক্লেশ নাশি,
জুড়াইছে ক্লান্ত কায় ;
গত পরিশ্রম, আলস্য বিষম,
আঁখিতে আসি জড়ায়।
যত গাভীগণ, কিরণ ভীষণ,
না পারি আর সহিতে,
হয়ে শ্রান্ত অতি, রোমন্থন তথি,
করিছে প্রফুল্ল চিতে।
যত জলাশয়, প্রায় শূন্য-পয়,
কর্দ্দমে কেবল ভরা ;

যতেক শূকর, হরিষ অন্তর,
যাইছে তথায় ত্বরা।
দেখ রবি-করে, মহিষ নিকরে,
না আর সহিতে পারি,
পল্বলে যাইয়া, সঘনে চাহিয়া,
মুখ জাগাইয়া তারি।
হেন বোধ হয়, যেন জলাশয়,
বাহির করিয়া আঁখি.
সজল নয়নে, কহিছে তপনে,
যাতনা তাহারে ডাকি।
এ হেন সময়, মাঠ সমুদয়,
ভীষণ আকার ধরে;
দেখি লাগে ভয়, প্রাণ শুষ্ক হয়,
আকুল হৃদয় ডরে।
নাহি তরু লতা, সরোবর তথা,
নাহিক লোক-আলয়;
ধূ ধূ করে মাঠ, রবি করে সাঠ,
হেরি প্রাণে ভয় হয়।
স্ফুলিঙ্গ অগ্নির, হতেছে বাহির,
দেখি হয় মন স্তব্ধ;
বুঝি দিবাকর, নাশিবে ভূচর,
মনে হয় উপলব্ধ।

অগ্নি-কণা সম; পবন বিষম,
বহিছে প্রচণ্ড বেগে ;
পরশিলে গায়, দেহ দগ্ধ প্রায়,
দগ্ধ লৌহ দেয় দেগে।
অরে রে পবন, এ তব কেমন
স্বভাব বুঝিতে নারি ;
প্রভাত সময়, ছিলা সুধাময়,
এখন গরল-ধারী।
আমি তব দোষ, দিয়া অসন্তোষ,
প্রকাশ কেন বা করি ;
তব সহচর, এবে দিবাকর,
তারি গুণ আছ ধরি।
সংসর্গ যেমনি, প্রকৃতি তেমনি,
হইবে সন্দেহ কিবা ;
এই ধরাতলে, মানব মণ্ডলে,
হেরি যাহা রাত্তি দিবা।
এ হেন সময়, যথা তরুময়
বাস কিবা সুখকর !
কি সাধ্য রবির, কোন্ সেই বীর,
বরষিতে সেথা কর।
দেখি তরু সব, সঞ্চালি পল্লব,
ডাকিছে মানবগণে ;

"এস সবে এস, মম তলে বস,
আশঙ্কা না কর মনে।
মস্তক উপর ধরি ভানু-কর,
রাখিব আমি তা জেনো;
জুড়াবে শরীর, মন হবে স্থির,
উপকার কিন্তু মেনো"।
দেখ ভাইগণ, রবির কিরণ,
মহীরুহ ধরি মাথে,
সহে কষ্ট কত, তথাচ বিগত,
নহে কভু সে তাহাতে।
শরীর যাহার, দয়ার আধার,
পর দুঃখ নিরখিতে,
কভু সেই নারে, দ্রব করে তারে,
যথা বহ্নি নবনীতে।
এ হেন সময়, পতঙ্গ নিচয়,
আনন্দে কেবল ভাসে;
পক্ষ সুচিক্কণ, করি দরশন,
পরাণ উল্লাসে হাসে।
রে, পতঙ্গগণ! যদিও ভুবন,
স্বল্প ক্ষণ বাস কর;
না জান ভাবনা, কষ্ট বিড়ম্বনা;
প্রফুল্ল সদা অন্তর।

কেহ পুষ্পে বসি, কেহ পত্রে পশি,
কেহ উড়ি উড়ি ঘূরি,
কর্‌রে কীর্ত্তন, প্রকৃতি শোভন;
যাগ্‌ মন-দুখ উড়ি।
রে পতঙ্গগণ! কর্‌রে কীর্ত্তন,
প্রকৃতি শোভন তোরা;
কলহ বিবাদ, মিথ্যা পরমাদ,
নয়ে সুখে থাকি মোরা!

Closed was the Teacher's task. —LONGFELLOW.

চারি টা বাজিল, বালক ধাইল,
বিদ্যালয় হতে ঘরে;
স্রোতে বাঁদ দিয়া, দিলেক কাটিয়া,
যথা ধায় সে সত্বরে।
মহা কোলাহল, বিদ্যালয় স্থল,
কুদি কাটি শিশু ধায়;
আনন্দে মগন, তাহাদেরি মন,
নিরখি জুড়ায় কায়।
জননীর মন, গাভী গো যেমন,
বৎস-হারা হলে হয়;

সেই মত প্রাণে, দেখ, পথ পানে,
জননী চাহিয়া রয়।
হেরি নিজ সুত, সুখে অভিভূত,
দেহেতে এলো জীবন ;
ছুটি কোলে করে, চুম্বিয়া অধরে,
প্রফুল্ল আনন্দে মন।
বাছার মুখানি, যেন চাঁদ খানি
রাহুগ্রস্ত হলে হয় ;
স্বেদ বিন্দু বিন্দু, দেখ মুখ-ইন্দু,
পরি কিবা শোভি রয়।
অঞ্চলের ধারে, পুঁছি স্বেদ-ধারে,
সুমিষ্ট সামগ্রী আনি,
দেয় খাইবারে, যতনে তাহারে,
বলি কত মিষ্ট বাণী।
কর্ম্ম-চারিগণ, হরষিত মন,
চলিছে আপন ঘরে ;
সমস্ত দিবস, খাটিয়া অবশ
অঙ্গ, ব্যথিত অন্তরে।
কতক্ষণে বাসে, দারা সুত পাশে,
যাইব এই বাসনা,
প্রতি পদার্পনে, হেন চিন্তা মনে,
উদয় বল হয় না ?

"Now came still Evening on and twilight gray
Had in her sober livery all things clad:
Silence accompanied."—MILTON.

"Tired Nature's sweet restorer, balmy sleep."—YOUNG.

সন্ধ্যা সমাগত হলো দিবা অবসান,
প্রকৃতি সুন্দরী ভূষা করি পরিধান,
ধরিল অপূর্ব্ব বেশ কিবা মনোহর,
হেরিয়া জুড়ায় আঁখি প্রফুল্ল অন্তর।
তপন কিরণ, দেখ, মহীরুহ মাথে,
ঝিকি মিকি করিতেছে মারুত আঘাতে।
দিবাকর দুপ্রহর বেলার সময়,
অহঙ্কৃত উচ্চ পদে হয় অতিশয়।
সকল জীবের প্রতি অত্যাচার করে,
দুঃখের কি কব কথা জীবে পুড়ি মরে।
পাছে কেহ মনোদুঃখ চক্ষু ফিরে কয়,
প্রহরী দ্বারেতে কর শত শত রয়।
উচ্চ পদ পরিভ্রষ্ট এবে দিনমণি,
কোথায় বল সে আর প্রহরী তেমনি।
রক্তিমা বরণ কায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
পাসরিছে মনোদুঃখ জলে ঝাঁপ দিয়া।
উচ্চ পদ পেয়ে যেই করে অহঙ্কার,
দিবাকর সম দশা নিশ্চয় তাহার।

পশ্চিম গগন আহা কি শোভা ধরিল,
যাহার শোভায় ধরা যেন উজ্জ্বলিল।
পাখী সব করি রব নিজ নীড়ে যায়,
শ্রেণী বাঁধি শূন্য পথে কিবা শোভা পায়।
কর্ম্মস্থান হতে লোকে নৌকা আরোহিয়া,
চলিছে আপন বাস প্রফুল্ল হইয়া।
দাঁড় ফেলে চলে দাঁড়ি, মাজি ঝিকি মারে,
কিবা সুমধুর স্বর উঠে সে প্রহারে।
জলের হিল্লোল উঠে মৃদু সমীরণে,
লাগিতেছে আসি তটে জুড়াতে শ্রবণে।
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় ঘরে,
কৃষক আবাসে চলে প্রফুল্ল অন্তরে।
গ্রীষ্মের গোধূলি কাল কিবা রমণীয়,
হে পাঠক! চিন্তা কর মনে ভবদীয়।
কি রস উদয় আসি হয় মনাকাশে,
বিরস লিখনে কি হে সে রস প্রকাশে?

২

যামিনী-কামিনী পরিধিয়ে কাল বাস,
কুলটা রমণী মত অন্তরে উল্লাস,
প্রবেশে আবাস গৃহে মানবে ভজিতে,
আলিঙ্গন করে লোক হরষিত চিতে।

মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ড তাপে, লুকাইয়া শশী,
আছিল আপন গেহে অন্ধকারে বসি;
সুকোমল তনু খানি যদি তাপ পায়,
চিকণতা হবে নষ্ট হ্রাস চারুতায়;
রবি অস্ত গেল কি না জানিবার তরে,
পাঠাইল সখী এক অতীব সত্বরে।
হের সে নক্ষত্র অই কিবা মনোহর,
সুখ পারাবারে তব ভাসিবে অন্তর।
দিনমণি অস্তগত শুনি শশধর,
উদিত হতেছে ধরি রূপ মনোহর;
হেরিলে জুড়ায় আঁখি তৃপ্ত হয় মন,
মনুজগণেরে সুধা করে বরিষণ।
তৃপ্ত বটে হয় মন সুমধুর গানে;
পিপাসায় তৃপ্ত মন স্নিগ্ধ পয়ঃপানে;
তৃপ্ত বটে হয় মন পুত্র করি কোলে;
তৃপ্ত বটে হয় মন বালকের বোলে;
পথশ্রান্তে তৃপ্ত মন পেলে তরু-ছায়া;
রোগ উপশমে স্নানে তৃপ্ত মন, কায়া;
সুষুপ্ত শিশুরে হেরে তৃপ্ত বটে মন;
তৃপ্ত হয় মন শুনি নির্ঝর পতন;
পূর্ণ শশধর কিন্তু, নির্ম্মল আকাশে,
গ্রীষ্মকালে কর-জাল যখন প্রকাশে,

তৃপ্ত মন তাহাতে, যেমন হয় বল,
তৃপ্ত কি তেমন মন করে এ সকল?

৩

কর্ম্মস্থান হতে লোকে আসিল আবাসে,
"বাবা এলি" বলি শিশু পিতারে সম্ভাষে,
"বাবা এলি" বলি কেহ ছুটে উঠে কোলে,
ধরিছে অঙ্গুলে কেহ "কি এনেছ" বোলে ;
সমস্ত দিনের কষ্ট কোথা গেল বল,
আধ কথা শুনি প্রাণ হইল শীতল।
পদ প্রক্ষালন করি করি জলপান,
বনিতার করস্থিত লয়ে করে পান,
"গ্রীষ্ম ভারি" বলি শেষে বাহিরে গমন ;
"আমি যাব" বলি শিশু করয়ে রোদন।
বাতাসের লেশ নাই গ্রীষ্ম একশেষ,
বাহিরে আসিয়া তবু কিঞ্চিৎ বিশেষ।
"বাতাসেরে ডাকি" বলি শিশু গান করে,
"শিয়ালির নোটা কাণ" কহি আধ স্বরে।
পবন পড়িল হোতা বিষম বিপাকে,
রহিতে না পারে আর শিশু তারে ডাকে,
বালকের মিষ্ট রবে তুষ্ট হয়ে মন,
বহিতে লাগিল, দেখ, মৃদু সমীরণ।

ঝর ঝর বায়ু বহে জুড়ায় শরীর,
অস্থির আছিল মন হইল সুস্থির।
তরু'পরে পড়ি চারু চন্দ্রের কিরণ,
ঝক্ মক্ করে যেন রৌপ্য আভরণ।

৪

ক্রমে শশী উঠে আসি আকাশ উপর,
উচ্চ পদে অহঙ্কৃত হয় শশধর;
নীচু পদে ছিলা যবে নম্র ভাব ছিল,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারা সহ বেষ্টিত আছিল,
এখন তাদেরি করি বিদায়, দেখনা,
বড় বড় তারা সহ রাজ্য আলোচনা।
এমন দৃষ্টান্ত বহু লোক মাঝে পাবে;
বহু দিন যার সনে বয়স্যের ভাবে,
ক্ষেপণ করিলে কাল, সে যদি কখন,
উচ্চ পদে ভাগ্য ফলে করে আরোহণ,
পুনঃ যদি তার সনে কভু দেখা হয়,
সম্ভাষণ দূরে থাক হেট মাথে রয়।
বড় যদি চক্ষু-লজ্জা তার, ভাই, থাকে,
দুটা মিঠে কথা কয় পড়িয়া বিপাকে,
জ্ঞান চক্ষু দিয়া যদি অন্তর তাহার,
পরীক্ষা করিয়া তুমি দেখ একবার;

বড় অক্ষরেতে সেথা দেখিবে অঙ্কিত,
"এ আপদ কোথা হতে" ভাইরে, নিশ্চিত
বাড়ে নিশি, হলো আসি আহার সময়,
আহারান্তে প্রফুল্লিত মন অতিশয়।
নিদ্রাদেবী চোর সম আসি গুড়ি গুড়ি,
সকল লোকের দেখ জ্ঞান করে চুরি।
বন্ধু বটে সেই জন যিনি জন্মদাতা;
বন্ধু বটে হন তব স্নেহময়ী মাতা;
বন্ধু বটে হয় তব বিদ্যা মহাধন;
বন্ধু বটে হয় তব ধীরতা রতন;
সুপুত্র সমান বন্ধু জগতে বিরল;
অর্থের সমান বন্ধু নাহি ভূমণ্ডল;
বন্ধুতায় পরাজয় করে এ সকলে
নিদ্রাদেবী নিঃসন্দেহ এই ধরাতলে।
কালের করাল গ্রাসে সুপুত্র পড়িলে,
সে কারণ তব মন শোকেতে দহিলে,
কাহার সান্ত্বনা মান অবনী ভিতরে,
কাহার প্রবোধ ধর শ্রবণ কুহরে?
অন্যের সান্ত্বনা শুনি বৃদ্ধি সে আগুন,
সন্দেহ কি আছে তাহে হইবে দ্বিগুণ।
সংসার জ্বালায় যবে শরীর দহিবে,
তখন সান্ত্বনা বারি কে বল সিঞ্চিবে?

রোগের জ্বালায় তনু হইলে বিকল,
নিবাইবে কোন্ জন বল সে অনল?
নিদ্রাদেবী নিঃসন্দেহ জেন তুমি মনে,
এমন দয়ালু বন্ধু না পাবে ভুবনে।

৫

নিস্তব্ধ জগৎজন, পুরুষ, রমণী,
জনশূন্য স্থান যেন হইল ধরণী।
অনুপম বেশ ধরি প্রকৃতি সুন্দরী,
উজ্জ্বলিল এ ভুবন চারু ভূষা পরি।
স্বভাবের শোভা দেখ—দেখিতে গগন,
বাহির করিল তাই সহস্র লোচন।
কি শোভা ধরিল আহা যত তরু লতা,
মন মুগ্ধ হয় দেখি তারি চিকণতা।
কালিমা বরণ বাস পরিধিয়ে তারা,
জোনাকি সোণালি দিয়া তাহে গুল্‌মারা;
থাকি থাকি ঝক্‌মকে ঝলসে নয়ন;
চোক মুদি চোক চাই করি দরশন।
ওহে ভাই! ধনীজন হীরক লইয়া,
কত কর অহঙ্কার না পাই ভাবিয়া।
কামিনী কোমল কায় করিয়া যতন,
সাজাইয়া দেহ তুমি দিয়া সে রতন।

বল দেখি শ্রেষ্ঠ কেবা হয় চারুতায়?
তরু-অঙ্গ? কিম্বা তব কামিনীর কায়?
মধ্যে মধ্যে দিবাভীত করে কলরব।
বিবাদ করিছে ঐ বাতুলিকা সব;
ঊর্দ্ধ পদে ধরি শাখা পাখা গুটাইয়া;
খাইছে সুপক্ব ফল মুখ ঝুলাইয়া।
মধ্যে মধ্যে ঝিল্লিকায় করিতেছে রব,
আরব্ধ করেছে যেন মহা মহোৎসব।
নানা জাতি সর্প ডাকে শুনি লাগে ত্রাস,
যাহার দংশন মাত্র জীবন বিনাশ।
শৃগালের কলরব, শুন, শব নিয়া;
বিষাদে কুক্কুর তাই কাঁদে ফুকারিয়া।
নিষুপ্ত জগৎজন আমি জাগরিত,
নিদ্রা চক্ষে নাহি আসে মন ব্যাকুলিত।
নদীর তরঙ্গ যথা নদী-তটে আসে,
সেইমত আসে কত চিন্তা মনাকাশে।
মানব জনম ধরি করিনু কি কাজ,
উন্নত কি করিলাম আপন সমাজ।
যে দেশেতে জনমিনু তাহে শত শত,
কুসংস্কার পরিপূর্ণ হেরি অবিরত;
তাহার উচ্ছেদ তরে কি কার্য্য করিনু;
আপন উদর জন্য সকলি ভুলিনু।

এইমত শত শত চিন্তা মনে আসি,
ঘুমাইতে নাহি দেয় চিন্তার্ণবে ভাসি।
বিবাদ লাগিল ঘোর চিন্তায় নিদ্রায়,
জিনিবে বলহ কেবা—সমান দোঁহায়।
স্বভাব আসিয়া শেষে সাহায্য নিদ্রায়
যে করিল, চিন্তাদেবী পরাজয় পায়।
অমনি আসিয়া নিদ্রা বসিল আঁখিতে,
চিন্তাদেবী পলাইল অন্তর হইতে।

"From many a horrid rift,.........pour'd
Fierce rain with lightning mixed &c."—PARADISE REGAINED.

'কোথা কাদম্বিনি, মরি, বাঁচা গো আসিয়া,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে বিদরিছে হিয়া।
মম পয়ঃ পীয়ে মাগো, গঠন তোমার,
তো হেন সুতা রহিতে যাতনা আমার?
হৃদয় বিদীর্ণ মম হয় পিপাসায়,
মুখে ধূলি বাটে দেখ প্রাণ বাহিরায়।
মম সুত জীব জন্তু ছট্ ফট্ করে,
মম সুতা তরু লতা দেখ পুড়ি মরে।
গ্রীষ্ম-রাজ্য তারা আর না সহিতে পারে,
শর সম রবি কর রবি গো প্রহারে।

তো হেন কন্যা রহিতে সহি' এত কষ্ট,
তো হেন কন্যা রহিতে জীব হয় নষ্ট ।'
পৃথিবী বিলাপ দুঃখে করে এই মতে,
জানিল সে মেঘমালা নিজ গৃহ হতে ।
সুতার প্রসূতি প্রতি এতই যতন,
দুখেতে উঠিল সেই করিয়া রোদন ।
'গুড় গুড়' শব্দ করি' গগন ছাইল,
ক্ষণমধ্যে তপনের প্রতাপ নাশিল ।
ঘন রাশি করে আসি আঁধার ভুবন,
ক্রোধেতে উঠিল পুনঃ করিয়া গর্জ্জন ।
জল আসে দূর হতে কিবা শব্দ উঠে,
পুচ্ছ তুলি গাভীগণ ঊর্দ্ধ মুখে ছুটে ।
'ঝম্ ঝম্' বৃষ্টি হয় মধুর শুনিতে,
ব্যাদন করে বদন ক্ষিতি বারি পীতে ।
জীবন করিল পান প্রাণ তৃপ্ত করি,
তত জল কোথা গেল আমরি আমরি !
তৃষ্ণায় ফাটিয়াছিল হৃদয় তাহার,
শুষিয়া উদরে নিল যত জল ভার ।
মধ্যে মধ্যে বজ্রপাত শব্দ কড় মড়ি,
জাপটি ধরয়ে শিশু মায়ে তড় বড়ি ।
ফাঁপর হইয়া গ্রীষ্ম ছুটি পলাইল,
বরষা আসিয়া নিজ রাজ্য বিস্তারিল ।

৬

ভেকগণ আনন্দে মাতিয়া করে রব,
আরম্ভিল তারা যেন মহা মহোৎসব।
শুনিয়া সে স্বর উঠে নব ভাব মনে,
অন্তরে কি সুখোদয় বর্ণিব কেমনে।
শিখণ্ডিনী সম্ভোষিনী শিখণ্ডির সনে,
পুচ্ছ ধরি নৃত্য করে ঘন গরজনে।
সুচিত্র চিক্কণ পুচ্ছ কতই বরণ,
নিরখি নয়ন তৃপ্ত কাড়ি লয় মন।
শীতল হইল ক্ষিতি শীতল মানব,
শীতল হইল জীব জন্তু আর সব।
কৃষক আনন্দ নীরে মগন হইল,
বলদ হল লইয়া মাঠেতে চলিল;
জমিতে লাঙ্গল দিয়া ধান্য বীজ বুনে,
গান গায় সুমধুর মন তৃপ্ত শুনে।
বরষা করিছে রাজ্য সুখে এই মতে,
রবিকর দেখা ভার এই সে জগতে।
ঘনঘটা শোভাছটা ভুবনে প্রকাশে,
মধ্যে মধ্যে সৌদামিনী মুচকিয়া হাসে;
কি চারু বরণ মরি ঝলসে নয়ন,
ক্ষণ মধ্যে আলো করে এতিন ভুবন।

রজনী তামসাবৃত, চন্দ্রমা বিহীন,
তাহে যদি ঘন রাশি বরণ মলিন,
আচ্ছাদন গগন করিয়া ভাই রয়,
মুষলের ধারে যদি বৃষ্টি তাহে হয়;
কিবা ভয়ঙ্কর কাল সেই নিশা হয়,
মানস মন্দিরে কত শঙ্কার উদয়।
যে দিকে ফিরাই আঁখি অন্ধকারময়,
সম্মুখস্থ কোন বস্তু দৃষ্টি নাহি হয়।
মনে মনে জ্ঞান হয় যেন অন্ধকার
গ্রাসিল নিজ উদরে এতিন সংসার।
এ হেন রজনী-যোগে মলিম্লুচগণ;
আনন্দ সাগরে ভাসে সুযোগ কারণ;
সুযোগ তাদেরি বড় চৌর্য্য-বৃত্তি তরে,
সিঁদ কাটে বসি সুখে, পর বস্তু হরে।
সেই অন্ধকার নিশি কিছু শঙ্কা নাই;
ফণিকরে ফণা হেট চোর কাছে ভাই।
তুমি আমি এস দেখি যাই অন্ধকারে,
এখনি দংশিবে ফণি নিজ ফণা ধরে।
সংসারের গতি বুঝে সাধ্য আছে কার,
ধার্ম্মিক শুকায়ে মরে পাপী স্থূলাকার।
ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি হয় বড় সুখ মনে,
যদি না থাকিত ভয় মলিম্লুচগণে।

ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা স্খলিত বসনে,
দেখায়, দেখ হে ভাই আপন আননে।
ভীষণ মূরতি ধরি ঘোর অন্ধকার,
ধরিবারে প্রসারে যুগল কর তার।
অমনি লুকায় সৌদামিনী ঘন পাশে,
দ্বিগুণ আঁধার আসি বিস্তারে আকাশে।

৭

জল পূর্ণ হলো নদ, নদী, সরোবর,
মীন হয় দিন দিন প্রফুল্ল অন্তর;
প্রসব করয়ে ডিম্ব বরষা সময়,
ধীবরে ধরয়ে যাহা প্রফুল্ল হৃদয়।
ছিপ ফেলি কেহ মাছ ধরে সরোবরে,
প্রবঞ্চনা করি সুখী কতই অন্তরে।
বঁড়িশেতে গাঁথি টোপ চুপ করে বসি,
ফাতা পানে অনিমিষে দৃষ্টি আছে পশি,
যেই সে নড়িবে ফাতা দিবে এক টান,
জীবেরে আহার দিয়া বধে তার প্রাণ।
হায় রে নিষ্ঠুর নর হৃদয় পাষাণ!
নিশ্চয় তোমার তায় নাহি কোন আন।
কেহ যদি খাদ্য সহ বিষ মিসাইয়া,
তোমার জীবন বধে হিতৈষী হইয়া।

পঞ্চত্ব পাইবা কালে কিবা মনে কর ?
দহে না কি অনুতাপে তোমার অন্তর ?
ভাল কি বাস হে নর সেই প্রবঞ্চকে ?
শত ধিক দেহ না কি তুমি সেই ঠকে ?
ক্রোধাগ্নি হৃদয়ে আসি উঠে না তোমার ?
দিতে কি হয় না ইচ্ছা প্রতিফল তার ?

তরুণ হরিত ধান্য মাঠ ব্যাপি রয়,
তাহাতে বলহ কিবা শোভার উদয় !
হেরিয়া সে চারু রূপ জুড়ায় নয়ন,
সন্তপ্ত জীবন স্নিগ্ধ সুখী হয় মন।
কর্দ্দমে পূরিয়া রয় পথ ঘাট প্রায়,
যাতায়াতে মানবের শোণিত শুকায়।
বেণো দেশে বাণ আসি একাকার হয়,
দেখিয়া জলের স্রোত মনে হয় ভয়।
তরু সমুদায় হায় কিবা ভাব ধরে,
দেখিয়া সে চারু রূপ উল্লাস অন্তরে।
নিবিড় সবুজ পত্রে কিবা মনোহর,
শাখা অবনত কত পেয়ে বারি ভর।
ভয়াকুল হয়ে তায় বিহঙ্গমকুল,
বসিয়া শ্রীহীন হয়ে দেখি মনাকুল।

সুচিত্র চিকণ পক্ষ বাহিরি সিক্ত তায়,
ভ্রষ্ট সে চারুতা মরি হায় হায় হায়!
পিপীলিকা পক্ষ পেয়ে উড়িবারে চায়,
অমনি বিহগকুল ধরি ধরি খায়।
শুন ভাইগণ দুটা মন-কথা কই,
উপদেশ পেতে পার ইহাতে কতই।
যে কর্ম্ম অসাধ্য তব তাহা সাধিবারে,
করো না যতন কভু কহি হে তোমারে।
মূঢ় লোক যদি চায় হতে কালিদাস,
লাভ মাত্র হয় তার সুধু উপহাস।
সমুদ্র লঙ্ঘিতে যেই দেয় সন্তরণ,
অবশ্য জানিবে তার নিকট মরণ।
ক্ষমতা বুঝিয়া নিজ কর্ম্মে হাত দিবে,
সফল হইবে যত্ন রতন লভিবে।

আতা, আনারস, জাম, কাঁঠাল, পিয়ারা,
বরষা কালেতে হয় পরিপক্ক তারা।
খাইতে মধুর বড় প্রাণ তৃপ্ত হয়,
পাকা কাঁঠালের গন্ধ দিক ব্যাপি রয়।
আনারস খাইতে সুরস বড় ভাই,
এক খানি হলে খা'য়া আর খানি চাই।

আতা অতি সুমিষ্ট, শীতল দেহ করে,
রসেতে ফাটিয়া রহে বৃক্ষের উপরে।
কাঁঠাল খাইতে বটে অতিশয় মিষ্ট,
তোমা আমা জনার না করে সেই ইষ্ট।
কাঁঠাল যেমন ভুঁদো, ভুঁদো লোক চাই,
দুর্ব্বলের পক্ষে ইহা বড়ই বালাই।
কদম্ব কুসুম ফুটি রহে তরুময়,
আহা মরি কিবা শোভা তাহাতে উদয়!
নক্ষত্র যেমন শোভে গগন উপরে,
সেই রূপ ফুলগুলি শোভে তরূপরে।
কি চারু সৌরভ তার মন তৃপ্তকর,
সুখ শশী হৃদে পশি আঁধার অন্তর।
কেতকী কুসুম ফুটি, আমোদ সাগরে
ভাসায় মানব মন, দুঃখ দূর করে।
যে স্থলে কেতকী ফুল প্রফুল্লিত রয়,
তারি চারি দিক্ গন্ধে আমোদিত হয়।
বরষা বঙ্গের বটে বড় হিতকারী,
ধান্য ধন মহাধন যার আজ্ঞাকারী।
বরষা নহিলে দেশে হয় মারীভয়,
বিষম দুর্ভিক্ষ আসি জন করে ক্ষয়।
বরষা সময় কিন্তু মানবের মন,
হয় সে জানহ যথা কলুষ দর্পণ।

প্রকৃতি সতীর প্রতিমূর্ত্তি নাহি পড়ে,
সকলি আঁধার ভাব এই ধরা ধরে।
নাহি পাই সেবিতে সুসেব্য সমীরণ;
নাহি পাই পান হেতু নির্ম্মল জীবন;
নাহি পাই দেখিবারে রবির উদয়;
নাহি পাই বেড়াইতে প্রদোষ সময়;
নাহি পাই হেরিবারে নির্ম্মল গগন,
শোভিত চন্দ্রমা সহ আর তারাগণ।
ঘনমালা রূপ পিঞ্জরের অভ্যন্তরে,
মন-পাখী রুদ্ধ থাকি ছট্ ফট্ করে।
গগন করিয়া ভেদ উড়িবারে চায়,
অভেদ্য পিঞ্জর সেই বাদ সাধে তায়।

"Ye stars! which are the poetry of heaven."—BYRON.

"—— Look how the floor of heaven
Is thick inlaid with patinos of bright gold."—SHAKSPEARE

বরষা ভরসাহীন শরৎ আইল,
প্রকৃতি সুন্দরী আহা কি শোভা ধরিল!
বরষা হইল বৃদ্ধ শুভ্র হলো কেশ,
কেশে কূল কেশ যার জেন সবিশেষ।
অতি বৃদ্ধ হলে পর শক্তি নাহি থাকে,
রাজ্য কার্য্যে অক্ষম সে হয় ভারি পাকে।

তারি তরে বরষা হইল রাজ্যচ্যুত,
শরৎ জগতে তাই হলো অবির্ভূত।
কি শোভা প্রকৃতি সতী দেখ গো ধরিল,
যাহার প্রভায় ধরা যেন উজ্জ্বলিল।
নির্ম্মল নভোমণ্ডল নীলিমা বরণ,
শরতের যাহা হয় অঙ্গ আবরণ।
নীলিমা বসনোপরি হীরকের গুল,
কিবা চারু শোভা পায় যত তারাকুল।
অমূল্য রতন এক আছে তারি করে,
"শরদিন্দু" নাম ধরি ডাকে সব নরে ;
এ হেন অমূল্য ধন পরিধান করি,
শরৎ যামিনীকালে আসি স্বর্গোপরি,
রাজ্য কার্য্য যবে সেই করে গো আরব্ধ,
অনুপম রূপ হেরি লোকে হয় স্তব্ধ।
সেই আভরণ জ্যোতিঃ বিকাশে ভুবনে,
"কৌমুদী" যাহার নাম কহে সুধীগণে!
সুন্দর দেখিতে বটে ধান্যপূর্ণ ক্ষেত্র,
যাহার চারুতা হেরি তৃপ্ত হয় নেত্র ;
সুন্দর দেখিতে বটে দূর হতে গিরি,
ইচ্ছা হয় সদা দেখি আঁখি ফিরি ফিরি ;
নিরমল ঢল ঢল জল পূর্ণ সর,
সুন্দর দেখিতে বটে জুড়ায় অন্তর ;

তাহে যদি রহে পুনঃ কমল প্রফুল্ল,
সুন্দর দেখিতে বটে সে ধন অমূল্য;
সুন্দরী রমণী নিধি প্রফুল্ল আনন,
সুন্দর দেখিতে বটে জুড়ায় নয়ন,
সলজ্জ স্বভাব যদি তাহে ধনী ধরে,
সৌন্দর্য্য রতন বৃদ্ধি তাহে আরো করে;
মনোহর পুষ্পোদ্যান দেখিতে সুন্দর,
দেখিয়া জুড়ায় আঁখি, জুড়ায় অন্তর;
কিন্তু দেখ শরতের পূর্ণ-শশী যবে,
নীলিমা নভোমণ্ডল শোভা করি রবে,
সৌন্দর্য্যতে এ সকলে করে পরাজয়,
কি আছে সন্দেহ তাহে বল সুধীচয়।

শরৎ করিছে রাজ্য সুখে এই মতে,
যাহার শোভায় সুখ ধরে না জগতে।
রাজ্যেরি এমনি লোভ দেখ ভাইগণ!
বরষা করিতে নারে লোভ সম্বরণ;
পাঠাইল সহচর মেঘ রাশি রাশি,
শরতে হারাতে সেই বিক্রম প্রকাশি।
কোথা গেল পূর্ণ শশী কোথা গেল তারা,
শরৎ হইল ভেকো হলো প্রভা-হারা।

বরষা শরতে ঘোর সংগ্রাম লাগিল,
টুপ্ টুপ্ বৃষ্টি ছলে স্বেদ বরষিল।
বরষা হয়েছে বৃদ্ধ শরৎ বলিষ্ঠ,
বরষা বুঝে না তবু আপনারি ইষ্ট;
পরাজিত হয়ে শেষে পলাইল ছুটে,
শরৎ লইল পরে ঘন রাশি লুটে।
বাহিরিল পূর্ণ শশী, বাহিরিল তারা,
কিছু পূর্ব্বে আছিল যাহারা প্রভা-হারা।
পূর্ব্বমত চন্দ্রিকা ভুবনে প্রকাশিল,
যাহার শোভায় ধরা যেন উজ্জ্বলিল।
শরৎ রজনী-যোগে শাসন গগন,
করে সেই দেখা যায় হইতে ভুবন।
দিবসে সে রাজ্য করে এই ধরাতলে,
যাহার শাসনে লোক প্রফুল্ল সকলে।
গগনে শোভার ছটা রবি প্রকাশিল,
বরষা ভয়েতে যেই নিস্তেজ আছিল।
সরোবর জলে শতদল বিকসিত,
মধু লোভে অলি ধায় হয়ে পুলকিত।
স্থলপদ্ম বিকসিত কি চারু বরণ,
হেরিলে নয়ন মন করে সে হরণ।
দু-পাটী কুসুম ফুটি কিবা শোভা পায়,
সাদা রাঙা গোলাপি মিসান আছে তায়।

নিরমল নীরে কুমুদিনী বিকসিত,
নিরখি সে চারু রূপ মন পুলকিত।
তারি প্রতিবিম্ব পড়ি বারির ভিতরে,
নীলিমা গগনে যেন শোভা তারা করে।
তপন তাপেতে তারা ত্রাসিত অন্তরে,
গোপনে বিষণ্ণ মনে যেন সরোবরে।
শশী সোহাগিনী ধনী নিশীথিনী কালে,
বিকসিত সুহসিত শশী-রশ্মি-জালে।

বিকাল বেলায় যবে রবি অস্তে যায়,
তখন প্রকৃতি সতী কিবা শোভা পায়!
ক্ষেত্র পূর্ণ নব শস্য সবুজ বরণ,
নিরখি সে চারু রূপ প্রফুল্ল নয়ন।
মৃদু সমীরণ যবে বহে তদুপরি
কিবা চারু শোভা ধরে আহা মরি মরি!
নদীর হিল্লোল যথা উঠে সমীরণে
সেই মত ঊর্ম্মি উঠি জুড়ায় নয়নে।
ওহে ধনি, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি তৃপ্তি তরে,
অট্টালিকা মধ্যে বাস করহ সহরে;
ঘোড়া গাড়ি পাল্কি চড়ি বেড়াও সহরে,
জমির উপরে পদ পড়ে না গুমরে;

মনে কর ঐশ্বর্য্য আমোদে সুখ পাবে,
মনের মালিন্য তব এ সবাতে যাবে ;
এ তোমার অতি ভ্রম জানহ নিশ্চয়,
এ সবাতে মনসুখ কভু নাহি রয়।
নিরমল সুখ যদি কিসে রহে বল,
মম সনে এস ভাই কহিব সকল।
নিরখিয়া দেখ অই শস্য ক্ষেত্র পানে ;
শাখী' পরি পাখী গান করে শুন কাণে ;
শরতের রবি দেখ যায় অস্ত গিরি ;
সন্ধ্যা সমীরণ অই বহে ধিরি ধিরি ;
তরু গুলি নড়িতেছে কিবা শব্দ তার,
মন দিয়া শুন কর্ণ জুড়াবে তোমার।
মালতী কুসুম ক্রমে হলো প্রফুল্লিত,
যাহার আঘ্রাণে মন হয় পুলকিত।
শেফালিকা ফুল অই আধ বিকসিত,
প্রফুল্ল হইলে গন্ধে মন আনন্দিত,
শশী-সোহাগিনী ধনী ফুটে নিশাকালে,
শশী অস্ত গেলে ভূমি পড়িবে সকালে,
অশ্রু পাত ছলে ফুলদল তেয়াগিয়া,
রহে শেফালিকা তরু দুখেতে ভাসিয়া।
বক ফুল প্রফুল্লিত দেখ তরুময়,
কি চারু বরণ তার কি শোভা উদয় ;

রাত্রিচর বাতুলিকা মধু পান তরে,
পশিতেছে আসি ক্রমে উহার উপরে।
স্বভাবের শোভা হেরি সুখ নিরমল
পাইবে সুধু রে ভাই, তা ছাড়া গরল।
প্রকৃতি রমণী কান্তি নিরখি নয়নে,
চাহিবে কাটাতে কাল বসিয়া ভবনে ?
বাসনা আমার ভাই সদা হয় মনে,
বাস করি সদা আমি বন উপবনে।
জগতের গতি দেখি বাক্য নাহি ফুটে,
মানব প্রকৃতি দেখি মন কাঁদি উঠে।
দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার,
কলহ বিবাদে ধরা দেখি একাকার।
ধর্ম্ম শূন্য হলো ধরা অধর্ম্মেতে ভরা,
বলিষ্ঠ অধর্ম্ম বৃত্তি ধর্ম্ম-বৃত্তি জরা।

"Oft did the harvest to their sickle yield;
Their furrows oft the stubborn glebe has broke
How jocund did they drive their teams afield."—GRAY.

শরৎ হইল গত হেমন্ত আগত,
সঙ্গে করি সহচর তার আছে যত।
হেমন্তের হিম ক্ষমতায় ভীম সম,
মানবের পক্ষে যেই কালান্তক যম।

লাগিলে সে দেহে, হয় কফ, কাশী, জ্বর,
রোগ কীটে দেহ-তরু কাটে নিরন্তর।
অপরাহ্ণ হতে হিম বরষে গগন,
প্রত্যূষেতে ঞান হয় বারি বরিষণ।
কিম্বা হতে পারে উহা নিশা-অশ্রুনীর,
রবি অস্ত হলে ফেলে হইয়া অস্থির,
মানবের দুরাচার কর্ম্ম দেখে যত;
পাপ পথে সদা মন যাহাদের রত।
প্রভাত সময় তরু হিমে সিক্ত রয়,
রবি-কর পড়ি তাহে কি শোভা উদয়!
বোধ হয় তরুময় শোভে মুক্তা-হার;
রূপের উপমা নাই জগতে তাহার।
কামিনী কোমল কণ্ঠে গজমতি হার
সুদৃশ্য কি নহে ভাই? হেন রূপ কার?
কামিনী কোমল বক্ষ সহ মুক্তা-হার
হইতে পারিত ভাই স্থল উপমার,
ভিতরে যদি না তার রহিত গরল,
বিড়ম্বনা সে তুলনা জানহ কেবল।
উত্তর হইতে বায়ু বহে ধীরে ধীরে,
ভয়ের সঞ্চার হয় যাইবারে নীরে।

কার্ত্তিকের প্রথমেতে মাঠ সমুদায়,
কিবা চারু শোভা ধরে মরি হায় হায়!
হরিত বরণ শস্য শীষভরে নত,
অপনীত মন হতে চিন্তা কীট যত
নিরখি তাহার সেই অপরূপ রূপ।
আনন্দনীরেতে পূর্ণ হয় মনকূপ।
কতই নবীন ভাব উঠে মনাকাশে,
নদীর হিল্লোল যথা উঠয়ে বাতাসে।
যাহাতে পদার্থ আছে সেই নত হয়,
শীষ সহ শস্য দেখ অবনত রয়।
ফল ভরে মহীরুহ রহে হেট মাথে,
নীর ভরে নব ঘন নরে পায় হাতে।
যাহাতে পদার্থ আছে সেই হয় নত,
পদার্থ হইলে শূন্য স্বভাব উদ্ধত।
অপদার্থ অসার যাহার হয় মন,
সার মাত্র জেন তার কেবল গর্জ্জন।
ভুবন সে জন দেখে যেমন শরাব,
দম্ভে পরিপূর্ণ দেহ উদ্ধত স্বভাব,
অন্য নরে জ্ঞান করে যেন পশু মত,
কু-করমে অধরমে মন সদা রত।
যে মানুষে আছে সার পূর্ণ শিষ্টাচারে,
সব লোকে সন্তুষ্ট যাহার ব্যবহারে।

সদা তাঁর নম্র ভাব দাম্ভিকতা নাই,
সু-করমে মন রত তাঁহার সদাই।

এইকালে চাসীগণ বুনে রবিশন্দ,
মাঠ হেরি হৃদয়েতে উদয় আনন্দ।
কোন চাসী হাসি হাসি প্রকাশি দশন,
অনিমিষে ধান্যশীষে করে দরশন।
মনে করে "উচ্চ দরে বাজারে বিক্রয়,
এ বৎসরে ধান্য ধন যদি মোর হয়,
এক খানি নূতন পত্তন দিব ঘরে,
ছেলেটির বিয়া দিব আমি তার পরে।"
এইরূপে চিন্তাকূপে হয়ে নিমগন,
বায়ূপর বাঁধি ঘর স্বঘরে গমন।
কোন চাসী ভূমি চসি বুনিছে মটর।
মসুর মুগ বা কেহ বপনে তৎপর।
কোন চাসী বলদের ঘাড়ে ফেলি হল,
কর্ষণ করিছে মাঠ প্রকাশিয়া বল।
কোন চাসী বেগুনের মূলে দেয় মাটী,
কোন চাসী বিদে আনে হতে তার বাটী।
কোন চাসী ধান্য কাটে হরষিত মন।
কোন চাসী আলু তুলে করিয়া যতন।

ওহে সভ্য ভ্রাতৃগণ! অসভ্য না চাসা,
বলি সম্বোধন কর—করহ তামাসা।
কিন্তু ওহে ভাই সব ভেবে দেখ মনে,
চাসা সম হিতকারী নাহিক ভুবনে।
কোন্ জন হতে অন্ন করিয়া ভক্ষণ,
হৃষ্ট পুষ্ট হয়ে হও প্রিয় দরশন?
সুখাদ্য সুমিষ্ট দ্রব্য কেই বা যোগায়।
অঙ্গবস্ত্র পরিধান কাহার কৃপায়?
যাহতে জীবন রহে সে জন অসভ্য,
যাহতে জীবনধ্বংস সেই সভ্য ভব্য?
তোমাদের দোষ নাই দোষ এ কালের।
কৃতজ্ঞতা মহা ধর্ম্ম নহে এ ভবের।

কল্মীদল ঢাকি জল প্রসূন উগরে,
দেখিয়া সুচারু রূপ উল্লাস অন্তরে।
মোরগ কুসুম ফুটি উদ্যানের শোভা
নয়নে প্রদানে দেখ অতি মনোলোভা।
গাঁদা ফুল নয়ন আকুল করে ভাই!
মনে হয় তারি রূপ নিরখি সদাই।
সুগন্ধ গোলাপ ফুটে অতি মনোহর,
যাহার শোভায় হয় প্রফুল্ল অন্তর।

পুষ্প মধ্যে গোলাপের বড়ই আদর,
মনোহর পরিমলে করে ভর ভর।
দেখিতে সুদৃশ্য পুনঃ হেন কোন্ ফুল ?
যাহার মাধুরী দেখি আনন্দ অতুল।
দেখিতে অনেক পুষ্প আছে মনোহর,
গন্ধ বিনা তত কিন্তু নাহি সমাদর।
তেমনি জেন হে ভাই মানবের মাঝে,
নির্গুণ পুরুষে রূপ ভাল নাহি সাজে।

দিন ছোট রাত্রি বড় এই কালে হয়,
দিবসে করিতে কার্য্য না পাই সময়।
দেখিতে দেখিতে দশ বাজয়ে ঘড়িতে,
" নাকে দড়ি দিয়ে টানে " প্রিয় চাকুরিতে
চাকুরি কুকুরি মজাইল বঙ্গবাসী,
অর্থ দিয়া চাকুরির যাহারা প্রয়াসী।
চাকুরি করিয়া মন নিস্তেজ হইল,
তোযামোদি বঙ্গজনে সেই শিখাইল।
প্রাণ ওষ্ঠাগত ভাই চাকুরির দায়,
শোণিত হইল শুষ্ক চাকুরি কৃপায়।
মনিবের মন সদা রাখিতে রাখিতে,
কিছুই নাহিক তেজ আর এ শোণিতে।

কি বলিতে কি বলহ কিছু জ্ঞান নাই ?
বিষয় বুদ্ধিতে শূন্য দেখিবারে পাই।
আর কিছু বলি নাই ও ভাই সকল,
জীবন ধারণ তরে চাকুরি কেবল
উপায় ভেবো না মনে ; অর্থাগম তরে,
কতই উপায় আছে জগত ভিতরে।
শ্রম সৌভাগ্যের জেন আকর স্বরূপ,
সৌভাগ্য আকারে যেতে শ্রম পথ রূপ।
অর্জ্জন স্পৃহাই যদি এত তব হয়,
সেই কর্ম্ম শিক্ষা কর যাতে মান রয়।
মানবের মনুষ্যত্ব সুধু লয়ে মান,
মান অর্থে নাহি বুঝ কৌলীন্য সম্মান।
মান অর্থে নাহি বুঝ দলাদলি মান,
মান অর্থে নাহি বুঝ অসার সম্মান।
যে মানের কথা ভাই কহিতেছি আমি,
এ ভুবনে সে মানের কয় জন স্বামী ?
সে মান অমূল্য নিধি, তাহার আকর,
বিদ্বান, শান্ত জনের পবিত্র অন্তর।
সে মান সামান্য জ্ঞান করে রাজ্য ভার,
নিরমল জল তুল্য স্বভাব তাহার
বিপন্ন যদ্যপি হয়। মানী মান তরে,
ধন জন জীবন সামান্য জ্ঞান করে।

যে মান তাঁহারে কহে হয়ে তুমি নর,
অন্য নরে কি প্রকারে পূজিতে সত্বর।
যে মান তাঁহারে কহে হইয়া মানব,
কেমনে ত্যজিবে সত্য হেতু সে বিভব।
যে মান তাঁহারে কহে হইয়া মনুষ্য,
কেমনে করিবে তাহা যাহা জান দূষ্য।

"— — An envious sneaping frost
That bites the first-born infants of the Spring."—SHAKSPEARE.

হেমন্ত হইল অন্ত, দুরন্ত একান্ত
শীতকাল সম কাল ভয়াল নিতান্ত
আসিল শাসিতে ধরা—যার অধিকারে,
প্রকৃতি সতী গো অতি দীন ভাব ধরে।
তরুদল অশ্রু জল করি ছল পাতা,
ত্যজিয়া শ্রীহীন হয়, মুড়া হয় মাথা।
উত্তর হইতে বায়ু বহে সন্ সন্,
ধরিল মানবে দেখ বিষম কম্পন।
শীত নিবারণ বস্ত্র সবে দেয় অঙ্গে,
জলের নিকট কেহ না যায় আতঙ্কে।
স্নান করিবার কালে ভয় হয় মনে,
শরীর শিহরে উঠে বারি পরশনে।

সর্প, ভেক, আদি করি সরীসৃপ গণে,
বিবরে লুকায় গিয়া শীতের তাড়নে।
প্রত্যুষে কেবা সে চাহে শয্যা ত্যজিবারে,
লেপ মুড়ি দিয়া পড়ি শীতের প্রহারে।
যখন তপন ধরা নব করজালে,
ঢাকিয়া শোভিয়া রহে তরুগুলি ভালে;
উঠিতে বাসনা তবে করে সর্ব্ব জন;
“আয় রোদ হেনে” বলি ডাকে শিশুগণ।
শুনিতে অতি মধুর সেই কথা গুলি,
মধুমাখা কথা শুনি রহি কর্ম্ম ভুলি।

পৌষ মাসে কৃষকের বড়ই আহ্লাদ,
ধান্য পরিপূর্ণ ঘর লক্ষ্মীর প্রসাদ।
কেহ শীষ সহ ধান্য মাঠ হতে আনে,
কি সুন্দর মনোহর শব্দ শুনি কাণে।
মধুর শুনিতে নাহি হবে সেই স্বর?
লক্ষ্মীদেবী চলিতেছে কৃষকের ঘর।
মণিময় আভরণে ভূষিতা রমণী
যাইতে হয় না পথে নূপুরের ধ্বনি?
শুনিয়া সে ধ্বনি মন হয় না মোহিত?
লক্ষ্মীর ভূষণে সব হবে না উত্থিত?

মধুর অধিক সেই শব্দ নাহি হবে?
লক্ষ্মী, নারী মধ্যে বল প্রভেদ কি তবে?
খামার প্রস্তুত কেহ করে হর্ষ মনে,
মরাই বাঁধিছে কেহ আপন ভবনে।
আছাড়িছে কেহ ধান্য প্রকাশিয়া বল,
ধান্যের পালুই বাঁধে কেহ বা চঞ্চল।
গোলাঘরে তুষ্টান্তরে কেহ তুলে ধান.
"এস পৌষ নাহি যেও," কেহ করে গান।
কৃষকের হর্ষ দেখি বল কোন জন,
নহিবে সন্তুষ্ট ভাই পুলকিত মন?
কৃষিকর্ম্ম দেখি চক্ষে না যায় কাহার,
হৃদয় হইতে বল যত দুঃখ ভার?
কৃষকের পল্লী যবে বেড়াইতে যাই,
কৃষকের কার্য্য দেখি মানস জুড়াই।
হৃদয় গগনে কত নব ভাব উঠে,
কতই নবীন চিন্তা মনে আসি জুটে।
ওহে ভাই ধনী জন কৃষক যেমন
সন্তুষ্ট সে মোটা অন্নে তুমি কি তেমন
চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় করিয়া আহার?
কৃষকের ক্ষুধা কভু হয় কি তোমার?
কৃষক যেমন সুখে ভূমে নিদ্রা যায়,
সে নিদ্রা কি হয় তব শয়নে খট্টায়?

অধিক বলিব কি হে, ভেবে দেখ মনে,
তুলনা হয় না তব চাসীসুখ সনে।
মধ্যে মধ্যে কুজ্‌ঝটিকা ব্যাপিয়া গগন,
প্রভাকর করে সেই করে আচ্ছাদন।
রবিখন্দ শিশিরের জলে বৃদ্ধি হয়,
মূলা ফুল ফুটি ক্ষেত্র কিবা শোভি রয়।
শ্বেতবর্ণ ফুল গুলি শীষ সহ উঠে,
তাহার মাধুরী দেখি দুঃখ ভার ছুটে।
সরিষা কুসুম ভূমি আলো করি রয়,
দেখিয়া মনেতে নব ভাবের উদয়।
হরিদ্রা প্রসূন গুলি অতি মনোহর,
নয়ন রঞ্জন করে জুড়ায় অন্তর।
মটরের ফুল ফুটি ক্ষেত্র পূর্ণ রয়,
সুচারু বরণ দেখি প্রফুল্ল হৃদয়।
উচ্চদিকে মাথা করি যদি পুনঃ চাই,
চারু শোভাঞ্জন ফুল দেখিবারে পাই।
ডাল ভরা ফুল গুলি অতি মনোহর,
বহু সংখ্যা আছে বলি নাহিক আদর।
অন্য রূপ আদর মানবে তারে করে,
ব্যঞ্জনের সহ কত যায় সে উদরে।
বাতাবী লেবুর ফুল সৌরভ বিতরে,
আঘ্রাণে অতুল সুখ জনমনো হরে।

মাঘের শেষেতে ইক্ষু মাড়ে চাসীগণ,
দূর হতে শুনি যাহা জুড়ায় শ্রবণ।
ইক্ষু চক্রে ইক্ষুদণ্ড কাঁদে একস্বরে,
রসছলে অশ্রুজলে ফেলে সকাতরে।
রসের হাঁড়ায় চাসী বসি দেয় জাল,
জলীয় অংশটি উড়ি গুড় হয় লাল।
গুড় হতে হয় চিনী, সুখাদ্য চিনীতে।
কৃষকের ধার কভু পারিবে শোধিতে?
ওহে সভ্য ভ্রাতৃগণ! বলি আমি তাই,
চাসা সম হিতকারী এজগতে নাই।
ওহে সভ্য ভ্রাতৃগণ বলি আমি তাই,
কৃষকেরে মনে কর সহোদর ভাই।
ওহে জমিদার ভাই বলি আমি তাই,
পীড়ন না করো চাসা ধর্ম্মের দোহাই।

"I care not. Fortune! what you me deny,
You cannot rob me of free Nature's grace."—Thomson

নৃপ স্বেচ্ছাচারী, হইলে তাহারি,
কিছুতে সন্তোষ নয়,
প্রজার পীড়ন, করিয়া সে জন,
মনে দুঃখী নাহি হয়।

আপনারি সুখ, পাইতে ইচ্ছুক,
　অন্য দুঃখ নাহি বুঝে ;
কিসেতে আপনি, দিবস রজনী,
　সুখে রবে এই খুঁজে।
দেখ শীতকাল, কালান্তের কাল,
　শুষিয়া সকল ধন
করেছে হরণ, তাই তরুগণ,
　তাই ভ্রষ্ট আভরণ।
শীত-রাজ্য অন্ত, আইল বসন্ত,
　প্রফুল্ল মানব-মন ;
শীত-ঋতু যবে, আছিল এ ভবে,
　চারুতাহীন ভুবন।
পর দুখে দুখী, পর সুখে সুখী,
　হয় যে জনার মন,
সে কি কভু পারে, অপর জনারে,
　হেরিতে দুখে মগন ?
বসন্ত আইল, দেখ আরম্ভিল
　সাজাইতে তরু লতা ;
নবীন পল্লব, মঞ্জরিল সব,
　চিত্রিত কি চিকণতা।
তরু সমুদায়, নূতন পাতায়,
　হইল ক্রমে আবৃত ;

কি সুন্দর রূপ, অতি অপরূপ,
জগতে অতি আদৃত।
শাখা মঞ্জরিল, কুট্মল ধরিল,
শোভায় শোভিল তরু;
ইচ্ছা হয় মনে, সদাই নয়নে,
হেরি তারি রূপ চারু।
সহকার শাখী, দিয়া তব আঁখি,
নিরখি দেখ মানব,
পূর্ণিত মুকুলে, বিহঙ্গম কুলে,
করিছে তাহাতে রব।
কিবা মনোহর, সৌরভ সুন্দর,
আঘ্রাণে সুখ অতুল;
গুন গুন স্বরে, তাহারি উপরে,
ভ্রমিছে ভ্রমর কুল।
যেই তারি তলে, পর্য্যটন ছলে,
প্রভাতে শুনেছে গান,
বিস্মৃত সে জন, হবে না কখন,
থাকিতে দেহেতে প্রাণ।
তাহারি উপরে, কোকিল কুহরে,
মন দেয় উড়াইয়া;
কোথায় যে মন, রহে সেই ক্ষণ,
ভাবুক দেখ ভাবিয়া।

পাপিয়ার রব, করে পরাভব,
সুস্বরে সকল পাখী;
সেই সে পাপিয়া, আনন্দে মাতিয়া,
ঝঙ্কারিছে থাকি থাকি।
শীত ঋতু যবে, আসি এই ভবে,
রাজ্য বিস্তারিয়া ছিল;
পাপিয়া কোকিল, নৃপতি দুঃশীল
রাজ্যে আর না রহিল;
তারা মন দুখে, ম্রিয়মাণ মুখে,
বিদেশে লুকায়ে ছিল;
বসন্ত আগত, দেখি হর্ষ কত,
মোহিতে ধরা আসিল।

শীত সহচর, বাতাস উত্তর,
দিয়াছিল খেদাইয়া
মলয় পবন, আসিল এখন
সেই সুযোগ পাইয়া।
মৃদু সমীরণ, করিয়া চুম্বন,
সৌরভ সংযুক্ত ফুল;
মন্দ মন্দ বয়, কি ভাব উদয়,
বিতরে সুখ অতুল।

লেবু ফুল ফুটে, পরিমল ছুটে
উল্লাসিত করে মন ;
কুটজ প্রফুল্ল, সৌরভ অতুল্য,
আঘ্রাণে তৃপ্ত জীবন।
শালমলি শাখী, দিয়া তব আঁখি,
নিরখি দেখ না চেয়ে ;
বিহঙ্গ সকল, হয়ে কুতূহল,
পশিছে তাহাতে ধেয়ে,
করে মধু পান, কিবা সুখ দান
করে নয়নে বল না ;
নাহি ডালে পাতা, ফুলে অঙ্গ গাঁথা
চারুতা কিবা দেখ না !
তরু ভরা ফুল, নয়ন আকুল,
হেরি রক্তিমা বরণে ;
দূর হতে যেন, হুতাশন হেন
জ্ঞান হয় জন-মনে।
সজিনা পাদপ, করে ধপ্ ধপ্,
যে দিকে দেখি ফিরিয়া ;
ডাল ভরা ফুল, নয়ন আকুল,
সে মাধুরী নিরখিয়া।

চম্পক ফুটিল, সৌরভ ছুটিল,
মিঠে লাগে দূর হতে ;
সুন্দর বরণ, করি নিরীক্ষণ,
ভাসে মন হরষেতে।
গোলঞ্চ ফুটিল, সুগন্ধ ছুটিল,
জন মন মোহিবারে,
নাহি ডালে পাতা, ফুল ভরা মাথা,
কি সুন্দর দেখিবারে।
বিকচ কমল, ছুটে পরিমল,
তাহে অলিদল বসি ;
হেন বোধ তায়, নিরমল কায়
কলঙ্ক ধরেছে শশী।
ঘেঁটু ফুল ফুল্ল, নয়ন প্রফুল্ল,
নিরখি সৌন্দর্য্য তারি,
আলো করি বন, রহিছে কেমন,
ধবল বরণ যারি।
বোধ হয় মনে, ধবল বসনে,
বন-দেবী অঙ্গ ঢাকি,
যেন জন গণে, সৌন্দর্য্য রতনে,
দেখাইছে সেই ডাকি।

পলাশ কুসুম, কি শোভারি ধুম
ফুটি হইয়াছে গাছে ;
লোহিত বরণ, যেন আবরণ,
তনু খানি ঢাকি আছে।
তরু পর্ণ হীন, মন সুখে লীন,
হেরিলে সে রূপ চারু ;
ফিরাইয়া আঁখি, দেখি দূরে থাকি,
নিমেষ পড়ে না কারু।
পালিতা মাদার, কি বাহার তার,
রক্তিমা বরণ ফুল ;
দেখি ফুল চয়, মন তৃপ্ত হয়,
নয়ন করে আকুল।
সোঁদাল প্রসূন, কিবা চারু গুণ,
আলো করি রহে বন ;
নিরখি নয়নে, ত্যজিয়া কেমনে,
যাইব দগ্ধ ভুবন।
হেন গুণ যার, আদর তাহার,
মানব মাঝারে নাই ;
ত্যজি সুধী জন, বর্ব্বরে যেমন,
বেষ্টিত ধনী সদাই।
গগন মণ্ডল, ক্রমে নিরমল,
তাহে সুধাময় চাঁদ

বোধ হয় মনে, বসন্ত গগনে,
পাতি মন-ধরা ফাঁদ;
যেই মধুমাসে, মলয় বাতাসে,
সেবিল বিরলে বসি;
যেই মধুমাসে, বিহঙ্গ সম্ভাষে,
শুনিল কাননে পশি;
জানে সেই জন, মন যে কেমন,
তখন উল্লাসে রয়;
রাজ্য-সুখ তার, জ্ঞান হয় ছার,
সন্দেহ কি সুধীচয়!

প্রকৃতি সুন্দরী, নব ভাব ধরি,
ভুবন মোহিতে এলো;
দেখি তারি রূপ, অতি অপরূপ,
মনের আঁধার গেলো।
হেন বোধ করি, প্রকৃতি সুন্দরী,
পূর্ব্ব ভূষা পরিহরি;
নূতন ভূষণ, নূতন বসন,
অঙ্গেতে পরিল ধরি;
রাজ্য কোন ছার, কি গৌরব তার,
ইহার নিকট বল;

চাহি না সম্পদ, ঘটাতে বিপদ,
আস্পদ যেন কেবল।
ইচ্ছা এই মনে, বসিয়া নির্জ্জনে,
স্বভাবেরি শোভা হেরি;
যথা তরু-লতা, বাস করি তথা,
যথা পাখী শাখী ঘেরি।
যথা স্রোতস্বতী, হয়ে বেগবতী,
কল কল স্বরে ধায়,
তারি তটে বসি, প্রকৃতি রূপসী,
নিরখি জুড়াই কায়।
কিম্বা পুষ্পোদ্যানে, যথা সুখ দানে,
ভরু না কভু বিরত,
বসি সেই স্থানে, চাহি পুষ্প পানে,
নাশি দুখ আছে যত।
যদি আমি পাই, এসবে সদাই,
কি ছার বিপুল অর্থ;
যাহা হতে ধরা, কলহেতে ভরা,
যাহাতে যত অনর্থ।

" The spleen is seldom felt where Flora reigns."—COWPER.

এক বন্ধুর পুষ্পোদ্যান।

কিবা মনোহর, উদ্যান সুন্দর,
নিরখি আঁখি জুড়ায় !
যেন তুলি দিয়া, রেখেছে আঁকিয়া,
কোন চিত্রকরে তায়।
নব দূর্ব্বাদল, অতীব কোমল,
চিকণ গালিচা মত ;
তাহে তরুগণ, প্রসূন চিক্কণ
ভরে মাথা অবনত।
ফটক খুলিয়া, দেখ নিরখিয়া,
তিনটি পথ পাইবে,
মধ্যটি প্রশস্ত, রামধনু মত,
বাকিয়া গেছে দেখিবে।
কেন রামধনু, সদৃশ কহিনু,
কোথা রাম-শরাসন ?
শরণী লোহিত, তারি পার্শ্বস্থিত
ঘাস সবুজ বরণ;
সেই ঘাসে নব, হিম-বিন্দু সব,
নিশায় পড়ে যখন,

তাহারি উপরে, প্রতিবিম্ব পড়ে,
প্রসূন নানা বরণ।
এরূপে দেখিবে, নিশ্চয় পাইবে,
রামধনুর রং সাত,
অত্যুক্তি বর্ণন, করে না কখন,
যাহার কবির হাত।
লতা 'বিনোনিয়া'* ফটকে উঠিয়া,
বেষ্টন করেছে তায়;
প্রসূন যখন, করে উদ্গীরণ,
অনুপম শোভা পায়।
রাজ পথ দিয়া, যে জন চলিয়া
যায়, দেখে ঊর্দ্ধমুখে
তারি রূপ চারু, পালটে না কারু
পড়ে, মন মগ্ন সুখে।
তারি ডানি পাশে, 'কোয়ালিশ'† হাসে,
হেট মাথে লজ্জাবতী;
ফুটে তারি ফুল, জলধি অকূল,
জলে যবে দিনপতি।
নিশা সহচরী, শুভ্র বর্ণ ধরি
রহে, বিকসিত কালে;

* বিগ্নোনিয়া ভিনেস্টা।
† কুইস কোয়ালিশ।

উদয় তপন, হইবে যখন,
শোভিত তখন লালে।
কিবা মনোহর, সৌরভ সুন্দর,
আঘ্রাণে সুখ অতুল;
কিবা তারি রূপ, অতি অপরূপ,
নয়ন করে আকুল।
সম্মুখে ইহারি, আছে দুটী দ্বারী,
ফটকের বাম পাশে;
ঝাউ-তরু নাম, দেখিতে সুঠাম,
মুচকি মুচকি হাসে।
শরণী প্রশস্ত, তারি বাম হস্ত
পাশে, চা'নকা ঘেরিয়া
শোভিছে গোলাপ, যায় মনস্তাপ,
সে মাধুরী নিরখিয়া।
'ম্যাডম ম্যাসন,'* নয়ন হরণ,
করে সুচারু বরণে;
যেন বোধ হয়, রবির উদয়,
সকালে পূর্ব্ব গগনে।
দেখ 'ভিক্টোরিয়া,'† বিকচ হইয়া
যেন শ্বেত শতদল;

* এক প্রকার গোলাপের নাম।
† —— ঐ —— ঐ ——

কিম্বা বোধ হয়, " চাঁদের উদয়,
হইল এ ধরাতল।
'সার ওয়াল্টর,'* জুড়ায় অন্তর,
আঘ্রাণ করিলে তায়,
দেখিতে যেমনি, সৌরভ তেমনি,
সোণায় সোহাগা হায়।
কুসুম সময়, হইলে উদয়,
হে বন্ধো! আমোদে ভাস,
আনন্দে মগন হয় তব মন
আঘ্রাণে তাহার বাস।
দেখিতে উদ্যান, যদি কেহ যান,
কুতূহলী হয়ে মনে;
আঘ্রাণের তরে, ধর ফুল করে,
আনন্দ-ফুল্ল নয়নে।
'মারস্যাল নীল,'† চেয়ে এক তিল,
দেখিলে এ বোধ হয়,
গোলাপের গাছে, গাঁদা ফুটি আছে
কি শোভা তাহে উদয়।
সন্তান পালন, করয়ে যেমন
জননী কত যতনে,

* এক প্রকার গোলাপের নাম।

† —— ঐ —— ঐ ——

তুমি সেই মত, করি যত্ন কত
পালহ তরু রতনে।
মাধবী, মালতী, চারু পুষ্প অতি,
প্রসবে কুসুম কালে;
কি চারু সৌরভ, মন করে দ্রব,
প্রফুল্ল হয় বিকালে।
'মধু-গন্ধা'* ঘ্রাণে, জুড়ায় পরাণে,
কি সুখ হয় উদয়!
ক্ষুদ্র পুষ্পগুলি, যে সৌরভে ভুলি
এই ভব দুখময়।
'শিরোপেজি' ফুল, পরাণ আকুল
করে তারি মিষ্টবাসে;
ফুলগুলি সাদা, অতি প্রীতি-প্রদা
কি শোভা বল প্রকাশে।
নব মল্লিকার, কিবা গন্ধ তার,
আঘ্রাণে মোহিত মন;
অস্ত গেলে রবি, তাহার সুরভি,
প্রফুল্ল করে জীবন।
যূথিকা, মল্লিকা, জাতি, শেফালিকা,
গন্ধরাজ, ভূচম্পক।

---

* হনি-সকল।

স্থলপদ্ম, জবা, কিবা তারি প্রভা,
সেঁওতি সহ কণ্টক।
চম্পক, কুটজ, পদ্ম সে জলজ
সুচারু রজনীগন্ধ,
পুষ্প ঝুম্‌কা লতা, যুতা চিক্কণতা,
আঘ্রাণে মানব অন্ধ।
'ভারবেনা' ফুল, নয়ন আকুল
করে তাহার বরণে।
পাখী-লতা-ফুল, যেন পাখিকুল
বসিয়া হরষ মনে।
লতা লজ্জাবতী, কোমলাঙ্গী অতি,
পরশে পত্র মুদিত;
নারী লজ্জাবতী, পরশে যেমতি
অপর পুরুষে ভীত।
পলাশ, রঙ্গন, জুড়ায় নয়ন,
সুচারু বরণ হেরি।
পাদপকামিনী, আনন্দ-দায়িনী
শ্বেত-ফুলে রহে ঘেরি।
পুষ্প 'জেসামিন্,' মন সুখে লীন,
আঘ্রাণে সৌরভ তারি।
রক্ত ঘেঁটু ফুল, নয়ন আকুল,
নিরখি রূপ তাহারি।

ভূর্জ্জপত্র তরু, পত্র সরু সরু,
তাহাতে সুবাস আছে।
বন-মল্লিকার, কি সৌরভ তার,
গন্ধে কমি কার কাছে ?
'উইলো' তরুটী, চারুতায় ত্রুটি,
কাহার নিকট নয় ;
যেন ভূমি পড়ি, দেয় গড়াগড়ি,
অশ্রুনীরে ভাসি রয় ;
শাখা অবনত, দেখি মনে কত,
ভাবের উদয় হয় ;
মনে মনে করি, উইলো সুন্দরী,
অভিমানে হেঁটে রয়।
সহচরী যত, অলঙ্কৃত কত,
কুসুম ভূষণ পরি,
আভরণ নাই, তাই সে সদাই,
রহে মুখ ম্লান করি।

'বিগ্নোনিয়া গ্রাণ্ডি ফ্লোরা'* দেখিতে সুন্দর,
দেখি তারি চারু রূপ প্রফুল্ল অন্তর ;
ফুল ঝাড় হেরি তার তৃপ্ত হয় মন,
কি চারু বরণ মরি জুড়ায় নয়ন।

* এক প্রকার ফুল।

'মিনিয়া' কুসুমগুলি নীল বর্ণ ফুল,
তাহার মাধুরী দেখি নয়ন আকুল।
'ফ্রান্সিসিয়া লাটী ফোলি' প্রসূন সুন্দর,
আঘ্রাণে তাহার বাস সুতৃপ্ত অন্তর।
'পত্র ন্সিনিয়া রিজিয়া' কুসুম চিক্কণ,
হেরি মন মুগ্ধ হয় সন্তুষ্ট নয়ন।
এইরূপ শত তরু কত কব আর,
বিকট নামের হেতু গাথা হেথা ভার।
'অরকিট' তরুগুলি শাখী'পরি হয়,
এহেন অরকিট কত তথা শোভি রয়।
কি সুন্দর ফুল তার মন তৃপ্ত-কর,
মোম ফুল গুলিমত শোভে তরূপর।
কাহার গঠন যেন স্বর্ণ-ময় হার,
যূথিকার হার মত গঠন কাহার;
বসন্তের শেষে ফুটে প্রীতিকর অতি,
সদা হেরি মনে করে ইচ্ছা বলবতী।
উদ্যানেতে শোভি রয় কত 'ক্যাক্টাস,'*
যাহার গঠন দেখি মনে পায় হাস।
রক্ত শ্বেত চন্দন, মরিচ, হরিতকী,
এলাইচ, সাগুদানা, শুনিয়া চমকি।

* এক প্রকার উদ্ভিদ।

দারুচিনী, তেজপত্র, কর্পূর, সুবাস,
কতই রঙ্গিন তরু তথায় প্রকাশ।
'লাইকো পোডিয়ম্ বাইক্লুর' এক লতা,
নয়ন করে হরণ তার চিকণতা;
পাতাগুলি, তার যেন কলকার মত,
সুচিক্কণ কারুকরি তাহে করা কত।
হে বন্ধো! তোমার এতে কতই যতন,
মনে কর তুমি ইহা অমূল্য রতন;
মনাকাশে, হয় এসে উদয় আমার,
তোমার মনের ক্লেশ হেতু সে ইহার।
একটী ইহার পত্র ছিন্ন হয়েছিল,
বার বার তারি কথা কতই হইল।
কতই যতন তব উদ্যানের তরে;
কতই ভাবনা তব যদি উঠে ঝড়ে;
কতই আনন্দ তব কুসুম ফুটিলে;
কতই আনন্দ তব সৌরভ ছুটিলে;
তব নিরমল সুখ কে বুঝিতে পারে?
তব মত কয় জন আছে এ সংসারে?
মনোহর অট্টালিকা সম্মুখে ইহার,
কত পরিচ্ছন্ন হয় সম্মুখ তাহার।
প্রভাত সময়ে যবে গগনেতে রবি,
যেন ইহা শোভা পায় সুচিক্কণ ছবি।

নব দূর্ব্বাদলে যত হিম-বিন্দু পড়ি,
বোধ হয়, রহে যেন মুক্তা রূপ ধরি।
বিন্দু বিন্দু হিম পাতি ঝোলে তরূপরে,
মুক্তাহার তরু গায় যেন শোভা করে।
একেত গোলাপ তায় মুক্তাহার পরা,
প্রেম ফাঁসি রহে যেন তার অঙ্গে ধরা।
কুসুম বরণ নানা বিকসিত রয়,
হেরি তারি চারু ভাব মন ফুল্ল হয়।
সৌরভে আমোদে সেই স্থান করি রহে,
মৃদু সমীরণ তাহে ধীরে ধীরে বহে।
লাগিলে সে দেহে মন হয় পুলকিত,
মধু বরিষণ করে তনু লোমাঞ্চিত।
হায় রে মানবগণ! বিষয় তৃষ্ণায়,
চাহ না প্রকৃতি পানে একি ঘোর দায়।
সদত উন্মত্ত রহ অর্থ বাসনায়,
প্রবঞ্চনা প্রতারণা কর পায় পায়।
প্রকৃতি সতীর প্রেমে পড়েছে যে জন,
সুধু সেই জন জানে এ ধন কেমন।
বিষয় বাসনা ঘোরে অন্ধ যেই জন,
প্রকৃতি সতীর রূপ দেখিবে কেমন।
পর-হিংসা, পর-দ্বেষ, পর-উৎপীড়নে,
মনের আঁধার তার পূর্ণ সর্ব্বক্ষণে।

প্রকৃতি সতীর ছবি স্থান নাহি পায়,
হায় রে নির্ব্বোধ নর হায় হায় হায়!
কলুষ দর্পণে নাহি প্রতিবিম্ব পড়ে;
গগন কলুষ হ্রদে শোভা নাহি করে;
সেই মত কলুষ মনেতে নাহি রয়
প্রকৃতি সতীর ছবি, জানহ নিশ্চয়!
বিকাল বেলায় যবে রবি অস্তে যায়,
মনোলোভা শোভা তবে এ উদ্যান পায়।
কর্ম্ম স্থান হতে আসি বেড়াইতে যাই,
উদ্যানের শোভা হেরি মানস জুড়াই।
মানস মন্দিরে মম যত দুখ ধরে,
ছুটিয়া পলায় তারা কতই সত্বরে।
চিন্তারোগ নাশিবারে উদ্যান যেমন,
কি ঔষধ ধরা ধরে বল হে এমন।
কোন তরু ফুল ভরে রহে অবনত;
কাহার সৌরভে মন পুলকিত কত;
কাহার কুসুম কিবা বরণে রঞ্জিত;
কতই বরণে কারু পত্র সুরঞ্জিত।
সুচিকণ কিশলয় কারু অঙ্গোপরে;
যাহার চারুতা হেরি প্রেম বারি ঝরে।
সন্তাপ-হারক কত কোরক সুন্দর,
শোভা পায় কারু গায় জুড়ায় অন্তর।

এ হেন অমূল্য নিধি নিরখি নয়নে,
পরাণ নাচিয়া উঠে ভাসি সুখ মনে।
দুঃখ রাশি দূরবাসী হয় গিয়া তারা,
সুখ রাশি মনে আসি উদয় তাহারা।



সম্পূর্ণ

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press,
249, Bow-bazar Street, Calcutta.